খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি : দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক : রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক : সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 04 • Issue 11 • 15 November 2015 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

উৎসবের কাল আপাতত শেষ, কার্তিকের হাওয়ায় হিমেল স্পর্শ সামান্য। এর পরেও আছে অন্য এক উৎসবের পর্ব — বড়দিন। কেক, পেস্ট্রি, জয়নগরের মোয়া, সেই সঙ্গে নানান মরশুমি ফুলের বাহার।

বেড়ানো, বার্ষিক পিকনিক যেমন আছে, তেমনি আছে বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসব। পুনর্মিলন উৎসব মানে কিছু গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া নয়; পারস্পরিক সম্প্রীতি ও উন্নত ভাবনা চিন্তা আদানপ্রদানের একটি ক্ষেত্র।

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীরা দলে দলে অংশগ্রহণ করুন — এটাই আমরা চাই।

এবার অ্যাসোসিয়েশন স্থির করেছে ভবিষ্যতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় খেলাধূলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আশা করা যায় এই পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের খেলাধূলার বিষয়ে একটা উৎসাহের বাতাবরণ তৈরিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

হোয়াটসঅ্যাপ

প্রিয় প্রাক্তনী,

বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সখ্য অনেকদিনের। সেই আগুন, চাকা থেকে শুরু আজও আমরা তার অনুসারী। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা যুগান্তকারী সাফল্য এনে দিয়েছে। সকলেই প্রায় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এর যোগাযোগের সেতু দিয়ে চলেছি। যোগাযোগ সার্বিকভাবে চালু রাখতে অ্যালমনি হোয়াটসঅ্যাপে একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে। আজ তাই জগদ্বান্ধব বা অ্যালমনি সদস্যদের অনুরোধ করছি যে, তারা যেন 9830579230 নম্বর-এ অনুরোধ পাঠান। নামের সঙ্গে স্কুল থেকে পাশের বৎসরটি উল্লেখ করবেন। এই গ্রুপে প্রাক্তন ছাত্রদের (অ্যালমনির সদস্য) মধ্যে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্প্রীতি গড়ে উঠবে, এ আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

রজত ঘোষ
সম্পাদক

কবিতা পাঠের আসর

প্রতি মাসের শেষ রবিবার যে অনুষ্ঠান হয়, এবার সেই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রাক্তনী কবিদের কবিতা পাঠ। ২৯ নভেম্বর, সন্ধ্যা ৬-৩০-এ এই কবিতা পাঠের আসর বসবে।

উৎসাহীরা এই কবিতা পাঠ শুনতে দলে দলে যোগ দিয়ে কবিদের উৎসাহিত করুন।

বলিগঞ্জ জগবন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত
ডাবলস নক-আউট ক্যারাম চ্যাম্পিয়নশিপ

আগামী ২ ডিসেম্বর ২০১৫ ডাবলস নক-আউট ক্যারাম চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। নাম নথিভুক্তকরা হবে আগামী ১ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রবেশ মূল্য : প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য ২৫ টাকা, বর্তমান ছাত্রদের জন্য ১৫ টাকা।

প্রাক্তনীরা দলে দলে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিন।

যোগাযোগ : চিরঞ্জিৎ দাস ৮০১৩৩৪৩৩৪০, কৌশিক পাল ৯৮৩০৫১২৮৮৬

এই সংখ্যাটি জনৈক প্রাক্তনীর সৌজন্যে মুদ্রিত।

বিজয়া সম্মিলনী

দুর্গাপুজোর রেশে রাশ টেনে আমরা আরেকটা বিজয়া সন্ধ্যা সম্মিলনী কাটিয়ে দিলাম ৩১ অক্টোবর শনিবার — এই অ্যালমনির ঘরেই। বেশ একটা টান টান সুতোর বাঁধনের মতো কেটে গেল সেই আনন্দমিলন আবেগঘন মুহূর্ত। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সভাপতি শ্রী দীপাঞ্জন বসুর বক্তৃতা দিয়ে। শুভজিৎ হোড় ২০১৩, অর্পণ ভট্টাচার্য ২০১২ — বাঁশি আর তবলার সুর লহরী সৃষ্টি করল এক অসামান্য ঝংকার — যা বাঁধা রইল আগাগোড়া। খালি গলায় অতিথি শিল্পী শিব্রামবাবুর অনন্য গান একের পর এক মুগ্ধ করেছে সবাইকে। হঠাৎ খোলা হাওয়ার মতো আমরা ভেসে গেলাম সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের ('৮৫) মাউথ অর্গানে। সত্যি কতো প্রতিভা যে অপ্রকাশিত! ফিরিয়ে আনল '৮৭-র প্রতীপ মুখোপাধ্যায় একদম বাস্তবের মাটিতে। স্বরচিত কবিতার অসাধারণ আবৃত্তিতে বারংবার উদ্বেলিত হয়েছি আর ভেবেছি এই লেখাতে তো আমিই বর্তমান। বড়ো পাওনা পেয়েছি কানাইদা মানে কানাইলাল মুখার্জির ('৪৯) গানে। সুভাষ বসু '৪৯-র পাঠে, স্বপন রায়চৌধুরি '৫৩-র হাস্যকৌতুকে, অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় ('৫৮ এর ব্যাচের মিহিরদার স্ত্রী) রবীন্দ্রসুরে। কত না প্রতিবন্ধকতাকে মানুষ জয় করতে পারে, এঁদের সান্নিধ্যে না এলে উপলব্ধি করা যেত না। আমরা এঁদের সবাইকে সম্মানিত করে নিজেরা হয়েছি সম্মানিত। আর ছিল জলযোগের ব্যবস্থা। প্রত্যেকে এই জলযোগের আলাদা করে সুখ্যাতি করেছেন। তার সঙ্গে দিনের অভিজ্ঞতাকে কাগজবন্দী করার জন্য দেওয়া হল কলম। আসছে বছরের মিলনের অপেক্ষায় আবার রইলাম আমরা সবাই... সেবার কিন্তু তোমরাও আসতে ভুলো না।

প্রতিবেদক - পার্থ রায় '৮৭

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রসঙ্গে

সুকমল ঘোষ (১৯৬৯)

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটির যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এ কথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু কবিতাটির যে একটি ইতিহাস আছে একথা অনেক সাহিত্যমনস্ক পাঠকদেরও অজানা।

১৯২১ সালের শেষ। নজরুল তখন মুজফ্ফর আহ্মেদ সাহেবের সঙ্গে ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়িতে একটি ঘরে ভাড়া থাকেন। একদিন সকালে মুজফ্ফর আহ্মেদ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, নজরুল তাঁর অনেক আগেই বিছানা ছেড়েছেন। কিন্তু কেমন যেন ছন্নছাড়া লাগছে তাঁকে। মনে হচ্ছে সারারাত ভালো করে ঘুম হয়নি। শরীরও বোধহয় তেমন ভালো নয়।

সে কথা মুজফ্ফর আহ্মেদ নজরুলকে বলতেই কবি বললেন, 'হাবিলদারের অত সহজে শরীর খারাপ হয় না।'

মুজফ্ফর আহ্মেদ জিজ্ঞেস করলেন, 'নতুন কিছু লিখছ নাকি?'

এবার কবির মুখে হাসি ফুটল। তিনি জানালেন, নতুন একটি কবিতার জন্ম হয়েছে।

মুজফ্ফর আহ্মেদ লক্ষ্য করলেন কবিতাটি আগাগোড়া পেনসিল দিয়ে লেখা। তখন দোয়াতে হ্যান্ডেল ওয়ালা নিবের কলমে লেখার চল ছিল। মুজফ্ফর সাহেব কবিকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কবি বললেন, 'দোয়াতে বারবার কলম ডুবিয়ে লিখলে কবিতাটির তাল কেটে যেতে পারে, তাই কবিতাটি আগগোড়া পেনসিলেই লিখেছেন।'

এর পর কবি মুজফ্ফর আহ্মেদকে কবিতাটি পাঠ করে শোনান।

এত উদ্দীপনাময়, দ্রুতলয়ের কবিতা কিন্তু মুজফ্ফর আহ্মেদ মাত্র একটি বাক্যে কবিতাটি সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন, 'ভালো।'

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় কবি সেদিন খুব একটা সন্তুষ্ট হননি।

মুজফ্ফর আহমেদ খুবই পরিমিতি রেখে চলতেন, তাই নিজের ভালো লাগাকে খুব একটা আবেগ বা উচ্ছ্বাস দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন না।

একদিন সকালে কবির কাছে এসেছিলেন আফজালুর হক। তিনি 'বিদ্রোহী' শুনে আপ্লুত হয়ে পড়ে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার জন্য কবিতাটি নিয়ে গেলেন। কিন্তু সে সময় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকাটি প্রকাশের অনিশ্চয়তায় ছিল। তাই 'বিজলী' পত্রিকায় ছাপার জন্য নিয়ে গেলেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। 'বিদ্রোহী' প্রথম 'বিজলী' পত্রিকায় ছাপা হয়। শোনা যায় পাঠকমহলে কবিতাটি এতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে 'বিজলী'-র সেই সংখ্যাটি দু'বার করে ছাপতে হয়েছিল। শুধু 'বিজলী' পত্রিকাতে নয়, কবিতাটি পরে 'মোসলেম ভারত' ও 'প্রবাসী' পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল।

নজরুল রবীন্দ্রনাথকেও 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করবার জন্য নজরুলকে অনেক সাধুবাদ জানিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি যখন লেখা হয় তখন ছুটি কাটাতে মোহিতলাল কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তিনি পড়েন। পাঠকদের মধ্যে কবিতাটি নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়নের কথাও শোনেন।

তিনি দাবি করতে থাকেন যে তাঁর 'আমি' কবিতার সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার হুবহু মিল রয়েছে।

'আমি'-তে মোহিতলাল লিখেছিলেন, 'আমি বিরাট আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভোনীলিমার ন্যায় সর্বব্যাপী চন্দ্র আমার মৌলিশোভা...' ইত্যাদি।

'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত দাস 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারডি লিখলেন, কিন্তু নজরুল মনে করলেন এটি মোহিতলালের বেনামী রচনা, তাই ক্ষুব্ধ হয়ে একটি কবিতা লিখলেন।

মোহিতলাল এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লিখলেন এক অভিশাপবর্ষী কবিতা।

এইভাবে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। বিখ্যাত গজেন ঘোষের আড্ডা থেকে মোহিতলাল নজরুলকে সংগ্রহ করেছিলেন।

রম্যরচনা

দীপাবলি

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫

দীপাবলি উৎসবের পৌরাণিক উৎসসন্ধান করে পণ্ডিতি করার সাধ্যি যে এই উটকো রচনাকারের নেই তা গুণিজন সমীপে স্বীকার করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। জ্ঞানপিপাসু তত্ত্বসন্ধানী বলবেন-- হা ভগবান, এ কী চিন্তিরের প্রবন্ধ! এ লেখক কী ইয়ারদোস্তের রক্কের আড্ডা পেয়েচে? না আচে কালীনায়ের বংশপরিচয়, না আচে বিধিবিহিত পুজোপ্রণালীর বন্ননা!! — তাই তো বটে! কিন্তু এ রম্যকথনে এসব তত্ত্বজ্ঞানীর পাকেচক্রে পড়তে আছে? এখানে না কালীর চেয়ে দীপের আলো জোরদার, পুজোর আয়োজন-বিয়োজনের হিসেবনিকেশের পাশা উল্টে দেয় মধ্যরাতের ঢাকের নাতন, মাতৃসাধনার তন্নিষ্ঠাকে ভঙ্গ করে চোখ চলে যায় আকাশচারী রকেটবাজির আঁধারচেরা চমকানিতে। ভক্তি গিয়ে মনটা কখন রোমান্টিক হয়ে ওঠে। তাতে পাপের ভাগী হই, ক্ষতি নেই।

ছোটোবেলার কালীপুজো তো ফুলঝুরি আর রংমশলা'র আলোর ঝুরি দিয়ে সাজানো। মাটির পিদিম তখন বানানো হত ঘরে ঘরে। সলতে পাকানোর ওই তো শুরু। জানলায় জানলায়, নেড়া ছাদের বেড় ধরে, বারান্দার আনাচে কানাচে, সুসজ্জিত দাবার বোড়ের মতো প্রদীপমালা সন্ধে হতেই দীপ্যমান। বাড়ির চালে কার্তিকের মাসে আকাশপ্রদীপের সঙ্গে সমানতালে টক্কর দিয়ে চলে সে। "এসো মোর দাদা" বলে মোসায়েবি করা তার কম্ম নয়। সে যে আমাদের শৈশবের অহংকার, নিজের হাতে বানানো প্রথম সভ্যতার আলোক উৎস। আলোর মালায় ভূতবিদায়ের গা ছমছমে অনুভূতির সঙ্গে করালদংশনার ভয়ঙ্করী রূপ, যার পদতলে স্বয়ং শিবশম্ভু, হাতে ছিন্ন মস্তক, কণ্ঠে মুণ্ডহার, সঙ্গে সঙ্গে রক্তপিয়াসী শৃগাল। কালীমূর্তির নিরাবরণ নিরাভরণ রূপ। অথচ, কল্পনায় মায়ায় পরিপূর্ণ। মূর্তিতেই যেন হাজারো গল্প বিধৃত। নেপথ্য কাহিনি নাই বা জানা গেল। তার উপর সে মণ্ডপে ডাকিনী যোগিনীর প্রসাধনী উপস্থিতি, সেখানে কল্পনা আরও বড় করে পাখা মেলে। কালীনা, বামাক্ষ্যাপা, তারাপীঠ, রামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বর মন্দির, রামপ্রসাদী সুর, পান্নালাল কণ্ঠের আর্তি আর আতসবাজির রোশনাই মিলে মিশে প্রথম শীতরাতে ভয়ভক্তিকল্পনার এক মূর্ছনা সৃষ্টি হয়। এর রূপের প্রকাশ যেমন আছে, আছে অরূপ অপরূপ এক বিমূর্তি — যা সমগ্র প্রকৃতিলোকের সঙ্গে এক হয়ে বিরাজ করতে থাকে।

এখন গাঁয়েগঞ্জে প্রদীপ বানানোর রীতি থাকলেও নগর কলকাতা আর শহরতলিতে যে সে হস্তশিল্পে ব্যয় করার মত সময় আর উৎসাহ কোনোটাই নেই, তা বলাই বাহুল্য। টুনি আলোর বিচিত্র বাহারে নগরের আনাচে-কানাচে আলোকবন্যা।

তবু আলোর নীচেই জমে থাকে অন্ধকার, আর সেখানেই জন্ম নেয় অন্ধকারের কীটেরা। দংশনে যার বিক্ষত হয় নির্ভয়াদের কোমল দেহলতা, কামদুনির অরক্ষণীয়ারা। কতদিন? কতদিন এইসব নারীরা শুধু পেলব নারী হয়ে থাকবেন অত্যাচারে আর মৃত্যুকে নিয়তি জেনে? সন্তানের মা সাজিয়ে নিত্য নির্যাতনকেই পাতিব্রত্যের আদর্শ চেহারা বলে কতদিন জানাবেন নারী? ভারতবর্ষের নির্যাতিতারা যেদিন সবাই মহাকালীর রূপধারণ করবেন, সেদিনই সার্থক হয়ে উঠবে দীপাবলি। সারা ভারতের প্রান্ত প্রত্যন্তে জ্বলে উঠবে অসংখ্য প্রদীপ।

যদি তুমি আসো

বিজন চট্টোপাধ্যায় '৩৬ (সদ্য প্রয়াত)

আমি ঘুমে অকাতর — নিঝুম দুপুর,
দৈব ব্যাপার ঘটে যদি তুমি আসো!
প্রসাধন সেরে নিও, দেখাবে মধুর,
মেঘদূত - শাড়ি পোরো — যেটি ভালোবাসো!

শিয়রে বসিয়া শিরে রেখো নাকো হাত,
তপ্ত পরশটুকু মিছে মারা যাবে!
তোমার কী তাতে? — দেবে আমারে আঘাত,
তা'র চেয়ে পাশে বসে' ধীরে গান গা'বে।

নামিবে আমার চোখে তোমার স্বপন
ভারী ভয় — সংশয় — মিলাবে ক্ষণিক!

আমি ঘুমে অচেতন, আর পাশে তুমি,
খুব কাছে, ব্যবধান অথচ সুদূর;
হ'বে মন উন্মন ঘুম-চোখ চুমি'?
— ক্ষতি নাই, দামী তবু একটি দুপুর!

facebook-এ status- দেওয়া বা
twitter-এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, বসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোনঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

মহাকাব্যের আকর হতে

অঙ্কন মিত্র ২০০২

।। খাণ্ডব দহন ।।

গত সংখ্যার পর

খাণ্ডব দহনান্তে মাত্র চারজন জীবিত প্রাণী সেই পোড়া জঙ্গল থেকে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসতে পারল। এদের মধ্যে এক হল তক্ষক-পুত্র অশ্বসেন। তাকে নিয়ে এতক্ষণ এতো কথা হল। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ময়দানব, তৃতীয় ও চতুর্থ জন হলেন শার্ঙ্গির্বা পক্ষীবেশী মন্দপাল মুনি এবং তাঁর স্ত্রী জারিতা। যদিও এই ঋষি পত্নীর চারটি ডিম্বক পুত্রও আগুনে ওমলেট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু সম্ভবত তারা মাইনর বলেই জীবিতের গুণতিটা আট না হয়ে চার হয়েছে।

মন্দপাল ঋষির গল্পটা বেশ চেনা মহাভারতীয় গোত্রেরই। অপুত্রক এই মন্দপাল তপস্বী পিতৃলোকে (স্বর্গে) স্থান না পেয়ে, পুত্র লাভের আকাঙ্খায় খাণ্ডববনে আসেন এবং জারিতা নাম্নী শার্ঙ্গির্বা পাখির পক্ষী যোনিতে চারটি পুত্র উৎপাদন করেন। যখন খাণ্ডবের বনে আগুন লাগল, তখন মন্দপাল, জারিতা ও চার ডিম্ব-পুত্র সহ কৃষ্ণার্জ্জুনের এসকর্টে একরকম নিরাপদেই জঙ্গল থেকে পালাতে পারলেন। দেখা গেল জারিতা স্বামী-পুত্র সহ বিপদে পড়েছেন বলে তাঁর দাদা সারিসৃক্ক দ্রোণ ও স্তম্ভমিত্র নামে আরো চার ঋষি সেই জঙ্গলে ঢুকে কৃষ্ণ-অর্জুনের কাছে দরবার করলেন এবং সহজেই মন্দপালের কপালে সানন্দ মুক্তির প্রভা দেখা দিল।

এই অংশে একটা জিনিসই উপলব্ধি হয় যে, বন-জঙ্গল মুনি-ঋষিদের চিরকালই প্রিয় বাসস্থান। তাই খাণ্ডবেও তাঁদের আস্তানা ছিল, এমনটাই স্বাভাবিক। এখন এই মন্দপাল ঋষি স্বর্গফেরত হোন বা না হোন, তাঁর সহজাত মানুষ-ধর্মে জঙ্গলের নিভৃতে পত্নী-প্রণয় ও সন্তান-উৎপাদন মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু যেটা চোখে লাগে সেটা হল, তক্ষক পত্নী পুত্রকে বাঁচাতে নিজে পুড়ে মরল অথচ তাঁর স্বামী ইন্দ্রের সখা হয়েও ফিরে তাকালেন না, অন্যদিকে মন্দপাল-এর বিপদ দেখে তাঁর শ্যালক গোষ্ঠীর তপস্বীরা সত্ত্বর হাজির হয়ে একেবারে আপদকালীন ব্যবস্থা নিলেন। — এখানেই অন্ত্যজ শ্রেণির সঙ্গে উচ্চবর্ণের পার্থক্যটা প্রকট হয়... মন্দপাল, কৃষ্ণ-অর্জুনের বর্ণাশ্রমের লোক, তাই জঙ্গল-সাফাই অভিযানে তাঁর গায়ে আঁচ লাগল না। পাখি হয়ে বনে থেকেও ঋষি হওয়ার সুবাদে মন্দপালের স-পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধা এলো না কোনো...

খাণ্ডবদহনের অন্তিম পর্বের শেষ মুক্ত-মানব হলেন ময়দানব। কাহিনী বলছে, ইনি আগুন লাগার সময় কোণ-ঠাসা হতে হতে তক্ষকের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর একদম বিভীষণের কায়দায় — "তোমরা আমাকে মুক্তি দাও... আমি তোমাদের দাস হয়ে থাকব।" — এমন কিছু একটা বলে ময় নিজের জীবন বাঁচান কৃষ্ণার্জ্জুনের হাত থেকে। এই জীবনদানের কৃতজ্ঞতায় ময় দানবই পোড়া খাণ্ডবপ্রস্থকে সুরম্য ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে সাজিয়ে তোলেন। তার মানে দেখা যাচ্ছে, ময়দানব শুধুই অন্ত্যজ দানব-শ্রেণির একটা নামমাত্র কেউ নন। দানব শিল্পী হিসাবে তাঁর নাম-ডাক কৃষ্ণার্জ্জুনের কাছে অবিদিত ছিল না। সেটাই স্বাভাবিক; কারণ, রামায়ণ বলছে, এই ময়-ই রাবণ-ভার্যা মন্দোদরীর পিতা। সেক্ষত্রে, যে স্বর্ণলঙ্কাপুরীর এতো আর্কিটেকচারাল সুনাম, সেই স্বর্ণলঙ্কার শ্বশুরমশাই হয়ে কী ময়-এর শিল্প-সত্ত্বার কন্ট্রিবিউশন ছিল না লঙ্কার সৌন্দর্যায়ণে?... নিশ্চয়ই ছিল। তাই ময় তাঁর শিল্পীসত্তাতেই বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু দানব-জাতি হওয়াটাই তাঁকে ইনফিরিয়র করে রেখেছিল। কোনো বিশেষ গুণ ছাড়াই মন্দপাল যেখানে নিষ্কৃতি পেয়ে যান, সেখানে ময়-কে রীতিমতো হাতজোড় করে কাকুতি-মিনতি করতে হয়েছিল...

দেখা যাচ্ছে, কাহিনী অনুযায়ী, খাণ্ডব দহন কালে ময় ছিলেন তক্ষকের গৃহে। প্রশ্ন হল কেন?... এর একটা উত্তর হয়, বন্য-পড়শী জাতির সুহৃদ বলেই তক্ষকরাজের গৃহে ময়-এর আগমন হয়েছিল দানব কুলপতিরূপে। কিন্তু আরো একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয়, তক্ষকের ঘরে ময়-এর আগমনটা স্রেফ তক্ষক আর দানব জাতির বন্ধুত্বের পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। এই সম্পর্কের গাঢ়ত্বে রয়েছে এক কাষ্ঠ-কারুকারের সঙ্গে এক দানব স্থপতির শৈল্পিক মেল-বন্ধন। তাছাড়া, হঠাৎ কেনই বা ছুতোর এর ঘরে এই রাজমিস্ত্রী আসবেন?...

শেষ যেটা বলার, সেটা হল, ময় নিষ্কৃতি পেলেও তক্ষক-পত্নী পেলেন না। একই গৃহে থাকা সত্ত্বেও পেলেন না ... এর অন্তরার্থ কী? — নারীর অবনয়ন নাকি অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি বিষোদ্গার?...

প্রশ্নটা খুঁচিয়েই রইল। কিন্তু কালক্রমে জলা-ডোবা- পোড়া গাছ— মরা কঙ্কালের উপর ইন্দ্রপ্রস্থ উপনগরী গড়ে উঠল। প্রাণ ভয়ে এবং সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক জার্সি বদলে ময়দানব হয়ে উঠলেন 'দানব-ঈশ্বর' কিম্বা 'দানবকুলের বিশ্বকর্মা।' সাম্প্রতিক আর্ট-কালচার এর জঙ্গলেও এমন একটা ট্রেন্ড চলছে নিঃশব্দে।...

নগরীর নামটাও হল পলিটিকালি কারেক্ট। ধৃতরাষ্ট্রের রাজনীতির মুখে ঝামা ঘষে, ইন্দ্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সম্মান দেখিয়ে নগরীর নামকরণ হল — 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। (কে বলবে, এই নগরী স্থাপনের আগে, এখানেই নগরপালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন স্বয়ং ইন্দ্র।)

যাই হোক, যারা মরল, তারা জানল না তাদের অপরাধ কী?... রাজায়-রাজায় দ্বিবিভাব-সাব হয়ে গেল আবার। যারা কপাল-ঠুকে বেঁচে গেল, সেই লাবিয়েস্ট চারজন আসলে রাজনীতির আঙিনায় স্পষ্ট বুর্জোয়া বা সুবিধাবাদী বলে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন নিজেদের...

কিন্তু এতো প্রকৃতি যে নিঃশব্দে ধ্বংস হয়ে গেল খাণ্ডব-অরণ্যে তার কোনো প্রতিকার হল না...

এখন যদি, এই ইস্যুটা নিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের গ্রিন-বেঞ্চে একটা পাবলিক-ইন্টারেস্ট-লিটিগেশন করা হয়, তাহলে কেমন হবে?...

আসুন, পুরাণকে বিশুদ্ধতার মাপকাঠি না ভেবে, আমরা অন্ততঃ মুক্তমনে একটু বিচার-বিবেচনার চেষ্টা করি...

এমন একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে হয়তো, এই হাজার বছর পরও খাণ্ডবের অতৃপ্ত মৃতদেহরা একটু শান্তি পাবে। (সমাপ্ত)

e-mail : ekomitter@gmail.com

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.
Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.